তারিখ ... 13 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

# মদিনাবাদ বিদ্যালয়ে সাতশ' শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণি কক্ষ চারটি

■ হুমায়ূন কবির, কয়রা (খুলনা) সংবাদদাতা

কয়রা উপজেলা সদরের মদিনাবাদ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় সাতশ' শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র চারটি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। উপজেলা শিক্ষক সমিতি এবং রিসোর্স সেন্টারের ঘরে চলছে পাঠদান। শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে ছোট ছোট বেঞ্চে চার/পাঁচজন করে শিক্ষার্থীর একত্রে হয়ে পাঠ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

এতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্টসহ পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। এটি উপজেলার একমাত্র মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় হলেও বরাবরই শ্রেণিকক্ষ সংকট রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ জীর্ণশীর্ণ টিনশেডের একটি ঘরে পাঠদান চলাকালে সেটি ভেঙে ২০০৬ সালে দু'কক্ষবিশিষ্ট একটি সাইক্লোন শেল্টার-কাম প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। এ ভবনের দু'টি কক্ষেই চতুর্থ শ্রেণির ১৫০ জন শিক্ষার্থী ঠাসাঠাসি করে পাঠ গ্রহণ করতে দেখা যায়। শ্রেণিকক্ষ সংকটে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজ উদ্যোগে ভবনটির নিচতলার ফাঁকা জায়গায় কাঠের রেলিং করে তিনটি কক্ষ তৈরি করে একটি কক্ষে প্রথম শ্রেণির ৮০ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ১০২ জন এবং ৫ম শ্রেণির একটি শাখার ৪০ জন শিক্ষার্থী ঠাসাঠাসি অবস্থায় ক্লাস করছে।

বিদ্যালয়ে পূর্বপাশে তিনকক্ষবিশিষ্ট একটি পুরনো ভবনে পাঠদান ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সেটি ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ঘরে পাঠদান চলছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোস্তফা শহীদ সরোয়ার জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষ সংকটের বিষয়টি উপজেলা সমন্বয় সভায় জানানোর পাশাপাশি উপজেলা শিক্ষা অফিসকে জানানো হয়েছে।

খুলনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পারভিন জাহান বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে জেলার যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সংকট রয়েছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।